নীলফামারী

APA প্রমানক ২.২.১

### বীজ রসুন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

রসুন বীজ সংগ্রহ: পাতার অগ্রভাগ হলদে হয়ে শুকিয়ে গেলে কন্দের বাইরের দিকে কোয়া পুষ্ট হয়ে লম্বালম্বি ফুলে দুই কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যায়। তখন বীজ রসুন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। রৌদ্র উজ্জ্বল দিনে বীজ রসুন সংগ্রহ করতে হয়। বীজ রসুন সংরক্ষণ: কয়েক দিন (৩-৪দিন) রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষনের উপযোগী হলে বেনী করে সংরক্ষণ করা যায়। তবে হিমাগারে বীজ রসুন সংরক্ষন করলে ভালো হয়।

### ধনিয়া বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল কর্তন: বীজ বপনের ১৩৫-১৪০ দিন পর গাছ হলদে বর্ণ ধারণ করলে ও পাতা শুকিয়ে গেলে বীজ ধনিয়া কর্তনের উপযোগী হয়। তবে বীজ হালকা সবুজ থাকা অবস্থায় ও রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কর্তন করলে ভালো বীজ পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহ: কর্তনের পরই রোদে শুকিয়ে বীজ আলাদা করা প্রয়োজন। স্তুপ করে রাখলে বীজের রং নষ্ট হতে পারে।

শুকানো ও সংরক্ষণ: ৫-৭ দিন রোদে শুকিয়ে আদ্রতা ১০% বা কম হলে সংরক্ষণের উপযোগী হয়। ছায়ায় ঠান্ডা করে পরিস্কার বীজ পলিথিনযুক্ত চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা যায়।

### বীজ হলুদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ হলুদ সংগ্রহ: গাছ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় পক্ষে সংগ্রহ করলে ভালো বীজ হলুদ পাওয়া যায়।

কিউরিং: হলুদের রাইজোম পরিস্কার করার পর মোথা ও ছড়া আলাদা করার পর ছড়াগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে কয়েক দিন রাখতে হয়। ৩-৪ দিন কিউরিং শেষে বীজ হলুদ সংরক্ষণ করতে হয়।



রাইজোম সংরক্ষণ: ২৪ ইঞ্চি চওড়া ও ১৫ ইঞ্চি গভীর, লম্বা প্রয়োজন মাফিক গর্ত খনন করে কয়েক দিন রেখে দিতে হয়। পরে গর্তের তলায় ৩ ইঞ্চি পুরু বালি বিছিয়ে তার উপর ১০ ইঞ্চি পুরু করে কিউরিং করা রাইজোম বা ছড়াগুলো রেখে উপরে ৩ ইঞ্চি পুরু বালির আস্তরন দ্বারা ঢেকে দিতে হয়। গর্তের উপর ছনের চালা দেয়া দরকার।

### মান নিয়ন্ত্রণ লেবেল

প্রত্যয়নকৃত বীজের মান নিয়ন্ত্রণ লেবেল দিয়ে থাকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী। বীজ পরিদর্শক মাঠ, পরিদর্শন ও পরিদর্শিত মাঠের বীজ পরীক্ষা করে প্রত্যয়ন দিয়ে থাকে। এ প্রত্যয়ন ট্যাগ বীজের প্যাকেটের গায়ে অথবা মুখ বন্ধের সময় প্যাকেটের গায়ে লাগিয়ে দেয়া হয়।

**বীজ বিধি মালা ২০২০ অনুযায়ী সীল করা প্যাকেটে বীজ বিক্রয় করতে হলে লেবেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি লেখা থাকতে হবে:**

১। বীজ ডিলার নিবন্ধন নম্বর
২। ফসল ও জাতের নাম
৩। জাতের নিবন্ধন নম্বর
৪। বীজের লট নম্বর
৫। বীজের আর্দ্রতা, অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা এবং বিশুদ্ধতার শতকরা হার এবং অন্যান্য গুণাবলি
৬। মেট্রিক পদ্ধতিতে বীজের সঠিক ওজন/সংখ্যা
৭। পরীক্ষার তারিখ
৮। প্যাকিং এর তারিখ
৯। মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
১০। যদি ধারকের বীজ শোধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা-
(ক) বীজ শোধন করা হইয়াছে মর্মে বিবৃতি
(খ) বীজে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির বিবরণ
(গ) মানুষ বা স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা বীজ শোধন করা হইলে এবং উক্ত রাসায়নিক পদার্থ বীজে বিদ্যমান থাকিলে একটি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করিতে হইবে (যেমন: খাদ্য বা তেল হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না এবং বিষাক্ত দ্রব্যের জন্য অবশ্যই "বিষ" শব্দটি যা স্পষ্ট মুদ্রিত লাল লেবেলযুক্ত করিতে হইবে।
১১। যে ব্যক্তি বীজ বিক্রয়ের প্রস্তাব, বিক্রয় বা সরবরাহ করিবে এবং যিনি গুনগতমানের জন্য দায়ী থাকিবে তাহার নাম ও ঠিকানা



মুদ্রণ সংখ্যা: ৩০০০, প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ২০২১

মুদ্রণে: হাবিবা প্রিন্টিং প্রেস, নীলফামারী।

কৃষিই সমৃদ্ধি

# মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তির জন্য বীজ ফসল কর্তন, মাড়াই, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি

কৃষিই সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধ কৃষির জন্য প্রয়োজন ফসলের কাঙ্খিত ফলন। এ জন্য প্রথমেই দরকার ভালো বীজ ব্যবহার । মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষিতাত্বিক ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, মিশ্রণ মুক্ত করা ও কৌলিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করা দরকার। বীজের অন্যতম গুণাবলী পরিপক্ক পুষ্ট বীজ, স্বাভাবিক উজ্জ্বল রং, জীবনী শক্তিসম্পন্ন, সমান আকার, রোগ-বালাই ও জীবাণুমুক্ত। এ সকল গুণবলী অর্জনের জন্য ফসল কর্তন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা সঠিক হওয়া প্রয়োজন।

## বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
## কৃষি মন্ত্রণালয়

### জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস
নীলফামারী

নীলফামারী

APA প্রমাণক : ২.২.১



## বীজ ধান কর্তন:

শতকরা ৮০ ভাগ পরিপক্ক পক্ক হলে ধান কর্তনের উপযোগী হয়। এ সময় জমি শুকনো থাকলে ভলে ভালো।

মাড়াই: যত্ন করে কাঠের গুঁঠর গুঁড়িতে তিনবারে পিটিয়ে পরিপক্ক পুষ্ট বীজ আলাদা করে নিতে হয় ে হয়। অপরিপক্ক বীজ সংগ্রহ করা যাবে না।

শুকানো: খালি মাঠিতে বীজ বীজ ধান শুকানো যাবে না। ত্রিপল ব্যবহার করলে ভালো হয়। পাকা াকা মেঝে হলে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে সমভাবে বাবে বীজ শুকায়। প্রতিদিন ২% করে আর্দ্রতা কমালে ভালো। সংরক্ষণ ক্ষণ আর্দ্রতা ১২%। শুকনো পরিস্কার বীজ ঠান্ডা অবস্থায় ছিদ্রমুক্ত পলি পলিব্যাগে ভরে চটের বস্তায় রাখতে হবে। ক্ষতিকর কীট ও ইঁদুর দমনেদমনের ব্যবস্থা গ্রহন করা জরুরী।

## গম বীজ সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা:

গম গাছ সম্পূর্ণ পরিপক্ক পক্ক হয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে কর্তনের উপযোগী হয়। রৌদ্য উজ্জলউজ্জল দিনে সকালে কেটে দুপুরের পরপরই মাড়াই করলে ভালো বীজ পীজ পাওয়া যায়।



বীজ শুকানো: মাড়াই এর পএর পরপরই কয়েক দিন বীজ শুকানো দরনা দরকার। সংরক্ষণ আর্দ্রতা ১২% ব% বা কম হবে। ঝাড়াই করা পরিস্কাররিস্কার বীজ চালুনী দেয়ার পর সংরক্ষন ক্ষন করতে হবে। শুকনো পরিস্কার বীজা বীজ ঠান্ডা অবস্থায় ছিদ্রমুক্ত পলিব্যগেব্যগে ভরে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা করা যায়। প্লাষ্টিক ড্রাম গম বীজ সংর সংরক্ষণের জন্য খুবই উপযোগী। ক্ষ। ক্ষতিকর কীট দমনের জন্য নিম নিম পাতার গুড়া বা গ্যাস ট্যাবলেট বট ব্যবহার করা যায়। ট্যাবলেট বট ব্যবহার করলে খাদ্য হিসেবে ব্যব ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়।

বীজ বপনের ৭০-৯০ দিনের মধ্যে টরি জাতের সরিষা এবং ৯০-১২০ দিনের মধ্যে রাই জাতের বীজ সরিষা কর্তনের উপযোগী হয়। রৌদ্রোজ্জল দিনে সকালে কেটে কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে দুপুরে মাড়াই করলে ভালো বীজ পাওয়া যায়। কর্তনের পর স্তুপ করে রাখা যাবে না।

বীজ শুকানো: মাড়াই এর পরপরই কয়েক দিন বীজ শুকানো দরকার। সরিষা বীজ ত্রিপলে শুকানো ভালো। আর্দ্রতা ৮-৯% বা কম হবে। ঝাড়াই করা পরিস্কার বীজ চালুনী দেওয়া পর সংরক্ষণ করতে হবে। শুকনো পরিস্কার বীজ ঠান্ডা অবস্থায় ছিদ্রমুক্ত পলিব্যাগে ভরে চটের বস্তায় রাখা যায়। বায়ুরোধী অবস্থায় প্লাষ্টিক ড্রামে সংরক্ষণ করলে বীজ ভালো থাকে।



## তিল বীজ সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা:

তিল গাছের সব শুটি এক সাথে পাকে না, নীচের দিকে দু'চারটি শুটি ফেটে বীজ পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে এবং পাতার রং হলুদ ভাব ধারণ করলেই গাছের গোড়া বরাবর কেটে আঁটি বাঁধতে হয়। আঁটিগুলো দু'তিন দিন স্তুপ করে রাখতে হয়। পরে রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে সাবধানে পিটিয়ে মাড়াই করে বীজ আলাদা কতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ: তিল বীজ ৪-৫ দিন রোদে শুকিয়ে বীজের আর্দ্রতা ৮-৯% হলে ছায়ায় রেখে ঠান্ডা হওয়ার পর বীজ সংরক্ষণ করা যায়। ড্রাম, টিন, আলকাতরার প্রলেপ যুক্ত মাটির পাত্রে বা ছিদ্রবিহীন পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়।





## চিনাবাদাম বীজ সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা:

চিনাবাদাম বীরেজ খোসার শিরা-উপশিরাগুলো স্পষ্ট হলে খোসার ভিতরে কালচে বর্ণ ধারণ করে এবং বীজের উপরের আবরণে বাদমী রং দেখা দিলে চিনাবাদাম কর্তন করতে হয়।

বীজ শুকানো: গাছ থেকে বীজ আলাদা করে খোসাসহ উজ্জল রোদে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন দৈনিক ৪ ঘন্টা করে এবং ৩য় দিন থেকে দৈনিক ৮ ঘন্টা করে ৭-৮ দিন চিনাবাদাম বীজ শুকাতে হয়। বীজ বাদাম সংরক্ষণের আর্দ্রতা হবে ৮-৯% এবং বীজ শুকানোর জন্য ত্রিপল সবচেয়ে ভালো ছিদ্রবিহীন পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়।

## ডাল বীজ সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা:

শতকরা ৮০ ভাগ ডাল ফসল গাছ সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে কর্তনের উপযুক্ত সময়। রৌদ্র উজ্জল দিনে সকালে কেটে কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে দুপুরে মাড়াই করলে ভালো বীজ পাওয়া যায়।

বীজ শুকানো: মাড়াই এর পরপরই কয়েক দিন বীজ শুকানো দরকার। ডাল বীজ শুকানোর জন্য ত্রিপল ভালো। আর্দ্রতা ৮-৯% বা কম হবে। ঝাড়াই করা পরিস্কার বীজ চালুনী দেয়ার পর সংরক্ষণ করতে হবে। শুকানো পরিস্কার বীজ ঠান্ডা অবস্থায় ছিদ্রমুক্ত পলিব্যাগে ভরে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা যায়। বায়ুরোধী অবস্থায় অন্যান্য পাত্রে ডাল বীজ রাখা যায়।

## পেঁয়াজ বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

কদম সংগ্রহ: পেঁয়াজ বীজ পরিপক্ক হলে ফুলের মুখ ফেটে যায় এবং কালো বীজ দেখা যায়। পরিপক্ক কদম কয়েক বার সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তবে রৌদ্র উজ্জল দিনে সংগ্রহ করতে হয়।

বীজ সংগ্রহ: কদম কয়েকদিন রোদে শুকানোর পর বীজ আলাদা করে পরিস্কার করার পরে ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে আর্দ্রাতা ৬-৭% হলেই কেবল সংরক্ষণের উপযোগী হয়।

বীজ সংরক্ষণ: বীজ শুকানোর পর ঠান্ডা হলে পলিথিন ব্যাগে সিল করে সংরক্ষণ করা যায়। তবে পেঁয়াজ বীজ প্লাষ্টিক ড্রামে রাখলে বেশী ভালো থাকে।